বিষয়ে অভিভব করিতে পারে না—এইরূপ তাৎপর্য্যই বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবদগীতাতে—"অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত ভক্তের অনন্য দেবতা উপাসক বলিয়া যে শ্রদ্ধা লক্ষিত হইয়াছে, সে শ্রদ্ধা কিন্তু গীতাতে উক্ত—"যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধায়ান্বিতাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের মত লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত, কিন্তু শব্দের যথার্থ তাৎপর্য্যনিশ্চয় হইতে উত্থিত নয়। কারণ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা যাহার হৃদয়ে উদিত হইবে তাহার কখনও শাস্ত্রবিরুদ্ধ দুরাচারে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। যেহেতু বিষ্ণুপুরাণোক্ত "পরপত্নী-পরদ্রব্যপরহিংসাসু যো মতিং। ন করোতি পুমান্ ভূপ তুষ্যতে তেন কেশবঃ"॥ যে জন পরপত্নী, পরদ্রব্য ও পরহিংসাতে মতি করে না, সেই পুরুষ কর্ত্তৃক বিষ্ণু সন্তোষিত হয়েন—ইত্যাদি বিষ্ণুতোষণ শাস্ত্রে বিরোধ উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মর্য্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন যো ভিনত্তি স মানবঃ। ন বিষ্ণুভক্তো বিজ্ঞেয়ঃ সাধুধর্ম্মার্চ্চনো হরিঃ॥ যে জন ভগবৎকৃত মর্য্যাদা অর্থাৎ নিয়ম অতিক্রম করে, সে জন বিষ্ণুর ভক্ত বলিয়া খ্যাত হইতে পারে না; যেহেতু পবিত্রধর্ম্মেই শ্রীভগবানের সন্তোষ। এই প্রমাণে শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করা বিষ্ণুভক্তধর্ম্মবিরুদ্ধ। সেই দুরাচারতা ভগবদ্ভক্তির মহিমার প্রতি বিশ্বাস হইতে উত্থিত নয়; যেহেতু "অপি" শব্দের দ্বারা দুরাচারত্বের হেয়ত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে। তৎপরশ্লোকে "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি" ইত্যাদি শ্লোকে ধর্ম্মজীবন হওয়া ও দুরাচারত্ব হইতে নিবৃত্ত হওয়ার উপদেশ থাকায় দুরাচারত্বের হেয়ত্বই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ভক্তি মহিমার বোধ হইতে যদি ঐ দুরাচারত্বের প্রবৃত্তি জন্মিত, তাহা হইলে—"নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ" ইত্যাদি পদ্মপুরাণোক্ত অপরাধজনক বাক্য অবশ্যই লঙ্ঘন করিতে পারিত না। অর্থাৎ শ্রীনাম উপলক্ষিত ভক্তির কোনও অঙ্গের মহিমার বলে পাপপ্রবৃত্তি জন্মিলে নামাপরাধ ঘটিয়া থাকে, এবং নামাপরাধ ঘটিলে শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইতে হয় ও ভক্তির অনুষ্ঠানে শৈথিল্য ঘটিয়া থাকে। এইরূপ প্রীতিপ্রদর্শক শাস্ত্রের প্রতি আদরবুদ্ধি থাকিলে কখনই অপরাধজনক কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। অতএব সেই লোক-পরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধা শাস্ত্রীয় ভক্তিতে যে জন অধিকারী, তাহার বিশেষণরূপে গ্রহণীয় নয়; কিন্তু প্রশংসাতেই গ্রহণীয়। অর্থাৎ সেই লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধা থাকিলেই শাস্ত্রবর্ণিত ভক্তিতে অধিকারী হইবে—এইরূপ অর্থ নয়। তবে সেই জাতীয় শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি যদি ভক্তির অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলেই যদি সাধুধর্ম্ম প্রাপ্তির হেতু হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়জাত শ্রদ্ধা থাকিলেই যে সাধুত্বের হেতু হইবে—তাহা আর কি বলিব? কিন্তু দেবতা-